

বিজ্ঞান গ্রুপে পড়তে পারে না সুযোগের অভাবে - এছাড়া প্রাইভেট পড়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহ করতে অক্ষম বলে। এ অসুবিধাগুলো দূর করতে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে সবার জন্য নিম্নমানযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করার উদ্দেশ্য কী? এর মাধ্যমে তথাকথিত সৌভাগ্যবান স্কুলগুলোর সাথে বাকিদের বিদ্যমান বৈষম্য আরও বিরাট হবে। কারণ বিজ্ঞানের অবকাঠামো না থাকায় সাধারণ স্কুলে, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোতে অকৃতকার্যতার হার বৃদ্ধি পাবে। এমনকি কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরাও হীনমন্যতায় ভুগবে।

সরকার একমুখী শিক্ষার নামে প্রতারণার পাশাপাশি আরও একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের নামে শিক্ষককর্তৃক ৩০ নম্বর দেয়া। প্রশ্ন উঠেছে আমাদের বর্তমান আর্থ-রাজনীতি, সামাজিক পরিস্থিতিতে এটি যথার্থভাবে কতটা প্রয়োগ সম্ভব? প্রাইভেট টিউশনির বর্তমান রোগ, এ নিয়মের কল্যাণে, মহামারির রূপ নেবে। এ প্রথা গৃহীত হলে শিক্ষকদের ওপর প্রভাবশালী মহলের নানা ধরনের চাপ পড়বে, যে চাপ অধিকাংশ নিরীহ ও দুর্বলচেতা শিক্ষকদের প্রতিহত করা অসম্ভব।

আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে এত বড় পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে, সরকার এ নিয়ে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট গুণীজনদের - এক কথায় শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কারও সাথেই কোন পরামর্শ করেনি। সরকার তড়িঘড়ি করে শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে এক তুঘলকি কাণ্ড ঘটাতে চলেছে। শিক্ষা উন্নয়নের নামে বার বার কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর এই আমলানির্ভর সরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন ক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না। এই কিছুদিন আগেই বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের তাৎপর্যময় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলাফল অনুভূত ও আতঙ্ক হওয়ার পূর্বেই ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুনরায় এক সর্বনাশা নতুন খেলায় মেতে উঠেছে যা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

**বন্ধুগণ,**

আমরা সর্বজনীন শিক্ষা বলতে তাকই বুঝি যা ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান তথা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য অব্যাহত। সেক্যুলার শিক্ষা বলতে বুঝি যা রচনায় কোন ধর্মেরই কোন ভূমিকা থাকবে না। সব ধর্মের ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী যা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বলতে বুঝি যা লাভ করে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তচিন্তার ধারক ও যুক্তিবাদী উদার মনর অধিকারী। কিন্তু সরকার এর বিপরীতে হাঁটছে। আমরা জানি, সরকারের সময় শেষ হয়ে আসছে। এই স্বল্প সময়ে একদিকে তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণাগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে ঢুকাতে চায়, অন্যদিকে এ কাজে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), বিশ্বব্যাংকসহ কথিত দাতারা যে শত শত কোটি টাকা দিচ্ছে তা তসরূপ করতে চায়। শোনা যায়, ইতোমধ্যেই নাকি এডিবি'র দেওয়া ৫০০ কোটি টাকা স্রেফ আমলাদের বিদেশ সফর ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করার মাধ্যমে খরচ হয়ে গেছে। এখন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অর্থও নাকি তহবিলে নেই। তাছাড়া নতুন করে বই ছাপানো বাবদ যে বিশাল অঙ্কের অর্থের লেনদেন হবে তার সিংহভাগ যে কোথায় অদৃশ্য হবে দেশবাসী তা জানে।

এ অবস্থায় আমরা অবিলম্বে কথিত একমুখী শিক্ষা চালু সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপ বন্ধ করে বর্তমান যে ব্যবস্থা আছে তাকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিবাদী করে তোলা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। সেইসাথে একমুখী শিক্ষার নামে শিক্ষা ধ্বংসের সরকারি হীন চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য সর্বস্তরের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মহলের প্রতি আহ্বান জানাই।

## শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

প্রোগ্রাম ক্রম : ১৯৯৫ ২১.০০, ২৭.১০.০৫

(২)